সংবাদ

তারিখ 19 NOV 2008
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

প্রাত বছরের মতো এবারও পাঠ্যবই প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা

তীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্সট বুক বোর্ড, এনসিটিবি) এর
য়মতো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই সরবরাহ করতে পারবে না। আগামী
নুয়ারির মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেয়ার লক্ষ্যে গত ১৫ নভেম্বরের আগে দেশের সব জে
০০৯ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক শতভাগ পৌঁছে দেয়ার কথা।
১৬ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের শতকরা ৪২ ভাগ এবং ইবতেদায়ি স্তরের শতকরা ৫২ ভাগ বই বি
লায় পাঠানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন এনসিটিবির চেয়ারম্যান। গত বছর ঘূর্ণিঝড়ের ক
রিবহন সমস্যা হওয়ায় সব জেলায় প্রাথমিক স্তরের বই পৌঁছে দিতে এনসিটিবি ব্যর্থ হয়েছিল।
র্ডের অজুহাত ভিন্ন।

ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর জন্য ২ কোটি ২৫ হাজার কপি বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য
প্টেম্বরে এনসিটিবির পক্ষ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়। আগামী সপ্তাহে দরপত্র খোলার কথা রয়ে
ন্যদিকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ৭০টি বইয়ের প্রচ্ছদ এখনও ঠিক করা হয়নি বলে জানানো হয়েছে।
র নেয়া যেতে পারে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরাও সময়মতো পাঠ্যপুস্তক হাতে পাবে না। এবার পাঠ্য
পানোই থাকবে না। অতএব পরিবহনের অজুহাত অবান্তর।

প্রাথমিক পর্যায়ের বই সম্পর্কে বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, বিদ্যুৎ ঠিকমতো পাওয়া যায়নি বলে কাজ
কায় মুদ্রণকারীরা যথাসময়ে বই ছাপাতে পারেনি। এর জন্য তারা বোর্ডের কাছে সময় চেয়ে আ
রেছে। তিনি এরপরও বলছেন, 'একটু দেরিতে হলেও' ১ জানুয়ারির মধ্যেই প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি
নামূল্যের বই ছাত্রছাত্রীরা পাবে। এনসিটিবির ইতিহাস এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানের আশার বিপক্ষেই ক
আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের খবরে বলা হচ্ছে, আগামী শিক্ষা বছরের জন্য শুধু মাধ্যমিক স্তরে
াপানোর জন্য ৭ লাখ রিম কাগজের প্রয়োজন। এর বিপরীতে গত সপ্তাহ পর্যন্ত এনসিটিবির গুদামে ছিল
লাখ রিম কাগজ। অবশিষ্ট ৫ লাখ রিম কাগজ আগামী দু'মাসেও কর্ণফুলী পেপার মিলস দিতে পার
লে কেপিএম বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছে। চিঠিতে কেপিএম বলেছে, জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বা
ামনে রেখে ব্যালট পেপার ও নির্বাচনী বিধিবিধানের জন্য কাগজ উৎপাদন করতে হচ্ছে। তাই পাঠ্যপু
ন্য কাগজ সরবরাহ সম্ভব হবে না। অথচ এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেন, সরকারের নির্দেশনা অ
াগামী ২০ নভেম্বর থেকে কর্ণফুলী পেপার মিলস এনসিবিটির চাহিদা অনুযায়ী কাগজ দেয়া শুরু ক
বে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর জন্য মুদ্রণকারীদের দরপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কাজ এখনও
য়নি। তারপরও চেয়ারম্যান দাবি করছেন, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সময়মতো পৌঁছে দেয়া সম্ভব

এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণকারীদের এখন পর্যন্ত কাগজ সরবরাহ করতে পা
উসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈদ (কমপক্ষে ৩ দিনের ছুটি) তারপর জাতীয় নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচন
বশ কয়েকদিন মুদ্রণ কাজ বন্ধ থাকতে পারে। বোর্ডের উচিত ছিল এসব বিবেচনায় নিয়েই প্রাথমি
াধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সময়সূচি ঠিক করা। কিন্তু তা না করে নানা ধরনের অজুহাত সৃষ্টি
এবারও পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দিতে পারবে না– একথা নিশ্চিত করেই বলা চলে।
জাতীয়' প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের ব্যর্থতা দুঃখজনক বৈকি!